বর্ধমান থেকে প্রকাশিত

নতুন চিঠি

https://natunchithi.co.in

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১৩ মে, ২০২৫

৪৮ বর্ষ ১৯ সংখ্যা ১২ মে, ২০২৫, সোমবার, ২৮ বৈশাখ, ১৪৩২

■ Govt. Regd. No. R. N. 32853/78 ■ পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪, মূল্য ২ টাকা

উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যে প্রথম বর্ধমান সিএমএস স্কুলের রূপায়ণ পাল

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ১১ মে : মাধ্যমিক ২০২৫ ফলাফল বের হওয়ার পর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়েছে। মেধা তালিকায় শীর্ষে পূর্ব বর্ধমান, বর্ধমান সিএমএস হাইস্কুলের ছাত্র রূপায়ন পাল। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৭ (৯৯.৪ শতাংশ)। উল্লেখ্য উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম দশে রয়েছে ৭২ জন। এর মধ্যে প্রথম রূপায়ন পাল। রাজ্যে প্রথম স্থান দখল করায় জেলার সঙ্গে শহরের মানুষ আনন্দে ভেসেছে।

রাজ্যে প্রথম দশের মেধা তালিকায় পূর্ব বর্ধমান জেলা থেকে প্রথম ছাড়াও আরো ৬ জন রয়েছে। তাদের মধ্যে পঞ্চম স্থানে রয়েছে দুজন। ঋদ্ধিত পাল (কাটোয়া কাশীরাম দাস ইন্সটিটিউশন এবং কুন্তল চৌধুরী (ভাতাড় এম পি ইন্সটিটিউশন)। ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে দুজন। জয়দীপ পাল, মেমারি ভি এম ইন্সটিটিউশন (ইউনিট-১) এবং দেবদত্তা মাঝি (কাটোয়া ডি ডি সি গার্লস হাই স্কুল)। সপ্তম শুভম পাল বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুল এবং দশম অর্ক ব্যানার্জী বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুল।

এবার জেলায় পাশের হার ৮৯.৩৪ শতাংশ। রাজ্যে যেখানে পাশের হার ৯০.৭৯। সাফল্যের চূড়ায় নাম থাকলেও জেলাতে পাশের হার কমেছে। গত বছর যেখানে রাজ্যে পাশের হার চতুর্থ জেলা হিসেবে নাম ছিল। এবার তা ১৪তম স্থানে নেমেছে।

কার্ল মার্কসের ২০৮তম জন্মদিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৭ মে : বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের অন্যতম প্রবক্তা কার্ল মার্কসের ২০৮তম জন্মদিবস শ্রদ্ধার সাথে পালিত হলো সিপিআই(এম) পূর্ব বর্ধমান জেলা দপ্তরে। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সিপিআই(এম) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক সৈয়দ হোসেন। মার্কসের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মধ্যে দিয়ে কর্মসূচির সূচনা হয়। এদিন সিপিআই(এম)-এর উদ্যোগে জেলা জুড়ে পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়।

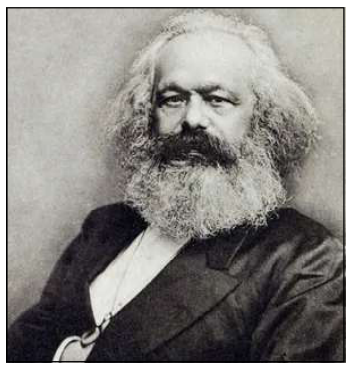

শিবশঙ্কর চৌধুরির জন্মদিন পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১০ মে : শহিদ শিবশঙ্কর চৌধুরীর ১১৪তম জন্মদিবস যথাযথ মর্যাদায় ১০ মে পালন করা হয় শহিদ শিবশঙ্কর সেবা সমিতিতে। স্মৃতিচারণ করেন ধীরেন্দ্রনাথ সুর। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডাঃ তুষার কান্তি বটব্যাল। আগামী ২৩ মে ২০২৫ শিবশঙ্কর চৌধুরীর শহিদ দিবস উপলক্ষে সেবা সমিতি প্রাঙ্গণে রক্তদান কর্মসূচি ও মরণোত্তর দেহদান কর্মসূচি পালিত হবে বলে জানান সংস্থার সম্পাদক সম্বরণ প্রামাণিক।

রবীন্দ্রজয়ন্তী পালিত হলো মহা সমারোহে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৯ মে : ১৬৫তম রবীন্দ্র জয়ন্তী পালিত হলো বিভিন্ন ক্লাব, প্রতিষ্ঠানে, নাগরিক সমাজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে সরকারি উদ্যোগ ও বিভিন্ন গণসংগঠনের উদ্যোগে গান , কথামালা, কবিতা আবৃত্তি, নৃত্য ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এবারের রবীন্দ্র জয়ন্তী ছিল বর্ণময়। দেশের পশ্চিমপ্রান্তে সীমায় উত্তেজনা, গুলি-বারুদের ধোঁয়া-গন্ধ, টিভির পর্দা জুড়ে রোমঞ্চ ও শিহরণ তারই মাঝে মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ-এর জন্মদিন এ ছিল শান্তি-সম্প্রীতির এক চেতনা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, রবীন্দ্র পরিষদ, এস.এফ.আই, ডি.ওয়াই.এফআই ও বিভিন্ন বামপন্থী গণসংগঠনগুলি, ক্লাব, স্কুল, সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র বর্ধমান সঙ্গীত সমাজ, আয়না, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী ও লোকশিল্পী সংঘ, জনবাদী লেখক সংঘ প্রভৃতি সংগঠন রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করে।

এদিন সকাল ৮টায় বর্ধমান উত্তর ফটকে রবীন্দ্রমূর্তিতে মাল্যদান কর্মসূচি পালন করে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ ও ভারতীয় গণনাট্য সংঘ। বিকেলে বর্ধমান শহরের ৪টি কেন্দ্রে বামপন্থী গণসংগঠনের উদ্যোগে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করা হয়। এই কর্মসূচি চলবে পক্ষকালের বেশি।

২৫ শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম দিবস অর্থাৎ রবীন্দ্রজয়ন্তীকে কেন্দ্র করে এসএফআই বর্ধমান শহর ও ডিওয়াইএফআই বর্ধমান শহর-২ আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে একটি নিয়ে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় নীলপুর সেন্ট্রাল পার্ক অঞ্চলে। শুরুতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক সূচনা করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বিকাশচন্দ্র চ্যাটার্জী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দেবাশীষ সেন, অরুন্ধতী সেন প্রমুখ।

এই কর্মসূচিকে ঘিরে এলাকার মানুষের মধ্যে ছিল প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনা, প্রায় ৪০ জন কচিকাঁচা এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন, এছাড়াও অভিভাবক সহ এলাকার ৩৫০ জন সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

২০ মে সাধারণ ধর্মঘটের প্রচার সর্বস্তরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১০ মে : ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের চাপে তিনটি কালা কৃষি আইন প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হলেও প্রতিশ্রুত কৃষি পণ্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য আইন এখনো লাগু করেনি সরকার। পেছনের দরজা দিয়ে কৃষির বিপণন ব্যবস্থাকে বেসরকারিকরণ করতে উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। সার, কীটনাশক, ডিজেল পেট্রল, বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির ফলে সবসময় কৃষকের ফসলের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে কৃষি এখন কৃষকের গলায় অক্টোপাসের শুঁড়ের মতো চেপে বসেছে। কথাগুলি বলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক সভার সম্পাদক অমল হালদার কালনা-১ ব্লকের মালতিপুর মোড়ে অনুষ্ঠিত কনভেনশনে।

২০ মে-র ধর্মঘট সফল করতে হবে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, নীরবতা পালন এবং রবীন্দ্র সংগীতানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই কনভেনশন শুরু হয়। সিআইটিইউ, সারা ভারত খেতমজুর ইউনিয়ন এবং সারা ভারত কৃষক সভার কালনা-১ ব্লক কমিটি উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ কৃষক নেতা বীরেন ঘোষ। অবিলম্বে শ্রমিক বিরোধী ৪টি শ্রমকোড বাতিল করা, সমস্ত অসংগঠিত চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকদের মাসিক ন্যূনতম ২৬,০০০ টাকা মজুরি বা বেতন দেওয়ার দাবি তোলা হয়।

পূর্বস্থলী-১ ব্লকের সমুদ্রগড় রেল বাজারের কাপড়ের হাটে অনুষ্ঠিত কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষকসভার সম্পাদক অমল হালদার। সিআইটিইউ, সারা ভারত খেতমজুর ইউনিয়ন এবং সারা ভারত কৃষক সভার পূর্বস্থলী-১ ব্লক কমিটির যৌথ উদ্যোগে এই কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রস্তাব পেশ করেন শাখাউত হোসেন। শ্রমিক নেতা মন্টু বিশ্বাস, কৃষক নেতা সাহাদুল খান, খেতমজুর ইউনিয়নের নেতা দেবপ্রসাদ পাল প্রমুখকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী কনভেনশন পরিচালনা করেন।

২০ মে ভারতীয় ধর্মঘট সম্মিলিতভাবে সফল ও সর্বাত্মক করবেন শ্রমিক, খেতমজুর এবং কৃষকরা। কালনা দু'নম্বর ব্লকের সেনেরডাঙ্গায় অনুষ্ঠিত কনভেনশনে এই কথাই উঠে আসে। এই কনভেনশনের আয়োজক সিআইটিইউ, সারা ভারত খেতমজুর ইউনিয়ন এবং সারা ভারত কৃষক সভার কালনা-২ ব্লক কমিটি।

—এরপর তিনের পাতায়

আদিবাসী ছাত্র কনভেনশন ১ জুন মসাগ্রামে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১০ মে : আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার স্কুল ও কলেজে মাতৃভাষায় (সাঁওতালি) শিক্ষার অধিকার সুনিশ্চিত করা, মেধার ভিত্তিতে স্কলারশিপ চালু করা, ওয়েসিস স্কলারশিপ-এর ক্ষেত্রে জটিলতা কমানো, জাতিগত শংসাপত্র পাওয়ার ক্ষেত্রে হয়রানি বন্ধ করতে, শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবহার করতে, আদিবাসী সংস্কৃতি, ভাষা ও ইতিহাসকে পাঠক্রম থেকে বাদ দেওয়ার বিরুদ্ধে, সামাজিক সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে এবং দেশ জুড়ে আদিবাসীদের জল-জমিন- জঙ্গলের অধিকার সুরক্ষিত করার দাবিতে আগামী ১ জুন ২০২৫ (রবিবার) মসাগ্রামে ভারতের ছাত্র ফেডারেশন পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রথম আদিবাসী ছাত্র কনভেনশন হতে চলেছে। ৯ মে এসএফআই জেলা দপ্তরে ১ জুন অনুষ্ঠিতব্য আদিবাসী ছাত্র কনভেনশনের লোগো উন্মোচন করা হল। উপস্থিত ছিলেন এসএফআই পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক উষসী রায় চৌধুরী, সভাপতি প্রবীর ভৌমিক, রাজ্য কমিটির সদস্য অয়ন মণ্ডল,

জেলা কমিটির সদস্য শ্যামল মুর্মু প্রমুখ। এসএফআই মনে করে পৃথক ও বিচ্ছিন্নভাবে নয় ঐক্যবদ্ধভাবেই ছাত্র আন্দোলনের মূল স্রোতে সামিল হয়ে অধিকারগুলিকে ছিনিয়ে আনতে হবে। সর্বস্তরের ছাত্রছাত্রীদের সম্মিলিত করে অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

রেলযাত্রীদের জন্য দাবি পেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১১ মে : পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশনে রেলওয়ে ম্যানেজারের কাছে বর্ধমাবাসীর জন্য একগুচ্ছ দাবি জানিয়ে এলেন রেলওয়ে ব্যবহারকারীদের পরামর্শদাতা কমিটির সদস্য আব্দুল মালেক। গত ৮ মে কমিটির ১৬৬তম সভায় দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে নিয়ে রেলওয়ে ম্যানেজারের সঞ্জীব কুমার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন। ডি আর ইউ সি সি র সদস্য তথা জেলা রাইস মিল এসোসিয়েশনের সদস্য আব্দুল মালেক জানান দাবিগুলির মধ্যে আছে বর্ধমান-কাটোয়া রেলে ট্রেন সংখ্যা

—এরপর তিনের পাতায়

'নতুন চিঠি' পত্রিকার নিজস্ব আয়ে সারা বছরের খরচ সংকুলান করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। পত্রিকার তরফ থেকে তাই সকল শুভানুধ্যায়ীর কাছে আবেদন, বিগত বছরের ন্যায় এবারও আপনাদের সাধ্যমতো অনুদান দিয়ে পত্রিকার পাশে দাঁড়ান। পত্রিকা প্রকাশের ধারাবাহিকতায় যাতে ব্যাঘাত না হয় তার জন্য সকল শুভানুধ্যায়ীর কাছে সহযোগিতা কামনা করি।

State Bank of India, Burdwan University Branch

Title of Account : Natun Chithi

S/B A/C No. : 10212634603

IFSC : SBIN0002033

QR কোড স্ক্যান করেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন চিঠি

১২ মে, ২০২৫

যুদ্ধ কোনো খেলা নয়

২২ এপ্রিল কাশ্মীরের পহালগাঁওয়ে নিরীহ পর্যটকদের ওপর উগ্রপন্থী হামলা হয় এবং টি আর এফ নামের এক জঙ্গি সংগঠন তার দায় স্বীকার করে। যেহেতু টি আর এফ লস্কর-ই-তৈবা-র নবগঠিত শাখা সংগঠন বলে পরিচিত, উগ্রপন্থীদের প্রতি পাকিস্তানের নরম মনোভাব সর্বস্তরে সমালোচিত হয়। ফলে দু'দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের অবনতি হয়। প্রধানমন্ত্রী কড়া শিক্ষা দেবার কথা ঘোষণা করতেই, মিডিয়ায় যুদ্ধে আবশ্যকতা নিয়ে ঝড় তোলা হয়। প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে একদিকে যেমন জঙ্গিদের খোঁজে উপত্যকা জুড়ে চিরুনি তল্লাসি শুরু হয়, অন্যদিকে ভারতের তরফে সিমলা চুক্তি স্থগিত, সিন্ধু জল চুক্তি বাতিল, ভিসা বাতিল করা শুরু হয়। পাকিস্তান তার আকাশপথ ভারতের জন্য বন্ধ করে। দেশের সংকটে বিরোধীরা সরকারের পাশে দাঁড়ায়, কেন্দ্রীয় সরকারও আবেগ পরিহার করে পরিস্থিতির মোকাবিলায় তৎপর হয়ে ওঠে।

'অপারেশন সিঁদুর' নামের ভারতীয় সামরিক পদক্ষেপ নেওয়া হয় ৭ মে। পাকিস্তানের অসামরিক বসতি ও সামরিক কেন্দ্র এড়িয়ে পাক ভূখণ্ডে একাধিক জঙ্গি ঘাঁটিতে মিসাইল নিক্ষেপ করে ভারত, গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় কয়েকটি জঙ্গি ডেরা। পাকিস্তানও প্রত্যাঘাত হানতে শুরু করে। কিন্তু তারপর থেকেই সত্য মিথ্যা গুলিয়ে যেতে থাকে। যদিও ভারতীয় সেনা ও প্রতিরক্ষা দপ্তরের প্রতিক্রিয়ায় সংযমের অভাব ছিল না, মিডিয়ায় যুদ্ধের রোমাঞ্চকর কভারেজ শুরু হয়। ফেক ভিডিও প্রদর্শন, হতাহতের সংখ্যা নিয়ে পরস্পরবিরোধী দাবি, স্বপক্ষের ক্ষয়ক্ষতি চেপে যাওয়া শুরু হয়। পাকিস্তান কতগুলো রাফাল বিমান ধ্বংস করেছে, কোথায় কত সংখ্যক পাকিস্তানি ড্রোন আক্রমণ প্রতিহত করেছে ভারত, দু'দেশের সংবাদমাধ্যমে দু'রকম ভাষ্য প্রচারিত হতে থাকে—ফলে উভয়েরই সত্যতা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়।

এই পরিস্থিতিতে ১০ মে বিকেল পাঁচটা থেকে সাময়িক সংঘর্ষবিরতিতে সম্মত হয়েছে যুযুধান দুই দেশ। এটা যে মার্কিনি চাপে হলো তা স্পষ্ট হয়ে যায় যখন ভারত বা পাকিস্তানের বিদেশদপ্তর সরকারিভাবে একথা ঘোষণা করার আগেই ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে 'full and immediate ceasefire'-এ দু'দেশের সম্মতির কথা পোস্ট করে দেন। ভারত-পাকিস্তান দুটি সার্বভৌম রাষ্ট্র, তাদের সম্পর্কের মধ্যে অন্য দেশ কেন খবরদারি করবে সে প্রশ্ন ওঠা অসঙ্গত নয়। সংঘর্ষবিরতির দু'ঘণ্টার মধ্যেই পাকিস্তানি সেনার তরফে বিধিলঙ্ঘন করে ড্রোন হামলাও সমালোচনার যোগ্য। কিন্তু সংঘর্ষবিরতি স্বাগত, কারণ যুদ্ধ কোনো ছেলেখেলা নয়, বিশেষত দুটি দেশেরই হাতে যখন পরমাণু-সমরাস্ত্র রয়েছে। ভারত সরকারের তরফে এটাও দেখা দরকার যে মিডিয়া যেন তার স্বাধীনতার অপব্যহার করে ক্রমাগত যুদ্ধের পক্ষে মতনির্মাণ না করে—কোনো যুদ্ধেই কেউ জেতে না।

ফ্যাসিবাদ-বিরোধী ৮০তম বিজয়বার্ষিকী

সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়

৯ই মে ২০২৫, সারাবিশ্ব উদযাপন করছে বার্লিনে জার্মান নাৎসি বাহিনীর মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণের ৮০তম বার্ষিকী। যেখানে 'সামরিক আত্মসমর্পণের ঘটনা' স্বাক্ষরিত হয়েছিল। 'সামরিক' শব্দটির গুরুত্ব এখানে বহুল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে শান্তিচুক্তির সময় জার্মানিতে অসামরিক সরকার থাকলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করার জন্য কোনো সরকার ছিল না। তবে, মিত্রশক্তির অসামরিক সরকার যথা সোভিয়েত ইউনিয়ন, গ্রেট ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, তেহরানে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে অঙ্গীকার করেছিলেন (২৮ নভেম্বর-১ ডিসেম্বর, ১৯৪৩), ইয়াল্টায় (৪-১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫) এবং পুনরায় পটসডামে (১৭ জুলাই-২ আগস্ট, ১৯৪৫) নাৎসি-পরবর্তী ইউরোপের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা করতে। এই চুক্তিগুলির মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল মুক্ত জাতিসত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। এর গুরুত্ব ভারতের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ছিল অপরিসীম। কারণ, গ্রেট ব্রিটেনকে ভারতীয় নাগরিকদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অনুধাবন করতে হয়েছিল। ইতিহাসের পাতায় কতই না বিড়ম্বনা দেখা যায়।

যুদ্ধে বিজয়ী নেতাকে পরমুহূর্তেই পরাজয়ের মুখোমুখি দাঁড়াতে হতে পারে। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ গ্রেট ব্রিটেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গ্রেট ব্রিটেনের নেতৃত্বদানকারী, উইনস্টন চার্চিল ১৯৪৫ সালের জুলাই মাসে সাধারণ নির্বাচনে ক্ষমতা হারান।

ভারত ছাড়ো আন্দোলন, রয়েল ইন্ডিয়ান নেভির বিদ্রোহ, আইএনএ বীরদের বিচারের বিরুদ্ধে জনরোষের মতো জাতীয় বিদ্রোহের ফলে ভারতকে শাসন করা ব্রিটিশদের পক্ষে দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। যার ফলে ব্রিটিশ সরকার শীঘ্র ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনা ঘোষণা করে। ক্ষমতা হস্তান্তর করা হলেও ভারতীয়রা প্রজাতন্ত্র হওয়ার জন্য নিজেদের অধিকার প্রয়োগ করেছিল।

ফ্যাসিবাদকে পরাজিত করার ক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকা প্রায়শই উপেক্ষা করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে উত্তর আফ্রিকা, ইউরোপ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রায় ২৫ লক্ষ (২৫,০০,০০০) ভারতীয় সৈন্য যুদ্ধ করেছিলেন। ভারতীয় কৃষকরা যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের খাবার সরবরাহ করত এবং ভারতের কারখানাগুলি যুদ্ধের জন্য রসদ পাঠাত। এর ফলে সংকট দেখা দেয়, যার মধ্যে রয়েছে খাদ্য সংকট এবং ১৯৪৩ সালের মহাবঙ্গীয় দুর্ভিক্ষে, যার জেরে ৩০ লক্ষ (৩০,০০,০০০) মানুষ অনাহারে মারা যায়।

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে অটল ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, (মুসোলিনিকে প্রথমে প্রশংসা করলেও, পরে তিনি তা দ্রুত

—এরপর চারের পাতায়

রবীন্দ্রনাথের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবনা

জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রনাথ শুধু বিশ্বকবি নন, বিশ্বব্যাপী বাস্তব অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ তাঁর অসাধারণ মনীষা ও বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণী ক্ষমতা আপাত-র অন্তরালবর্তী অনেক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক নিগূঢ় সত্যকেই উন্মোচিত করতে সক্ষম হয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে পর্বে পর্বে মানব সমাজ ও সভ্যতা এগিয়েছে। এককালে মানুষ যা নিয়ে কাজ চালিয়েছে চিরদিন তাই নিয়ে চলবে, মানুষের ইতিহাস এমন কথা লেখে না। মানুষের বুদ্ধি যুগে যুগে নতুন উদ্ভাবনার দ্বারা নিজেকে প্রকাশ করে। (র.র. ১৩/৪৩২) কর্মিকরাই তাদের কর্মশক্তির সাহায্যে সভ্যতার ভিত্তি রচনা করেছে। হাতের সঙ্গে হাতিয়ারকে মিলিয়ে সে তার কর্মক্ষমতাকে ক্রমশ প্রসারিত করেছে। (র.র. ১৩/৪১৭) অরণ্যচারী মানুষ ব্যক্তিগত খাদ্যসন্ধানের স্তর পেরিয়ে কৃষিবিদ্যা আয়ত্ত করার ফলে বহু লোকের অন্ন হয়ে ওঠে বহু লোকের সমবেত উৎপাদন। ''অন্নসাধনার ক্ষেত্রে কৃষিই মানুষকে ব্যক্তিগত খণ্ডতার থেকে বৃহৎ সম্মিলিত সমাজের ঐক্যে উত্তীর্ণ করতে পেরেছিল।'' (র.র. ১৩/৪২৪) কৃষির উদ্বৃত্ত থেকে নগর গড়ে ওঠে এবং গ্রামের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। গ্রামগুলি ছিল প্রাণের ক্ষেত্র, আর নগরগুলি গড়ে ওঠে দেশের শক্তির ক্ষেত্র হিসাবে। সেখানে সহযোগিতা নয়, প্রতিযোগিতাই মুখ্য। (র.র. ১৩/৪২৯) ''যত-কিছু সুবিধা সুযোগ, যত-কিছু ভোগের আয়োজন, সমস্ত নগরেই পুঞ্জীত হয়। গ্রামগুলি দাসের মতো অন্ন যোগায়, এবং তার পরিবর্তে কোনোমতে জীবনধারণ করে মাত্র।'' (র.র. ১৩/৪২৯) প্রসঙ্গত তিনি প্রাচীন গ্রিসের দাস ব্যবস্থা ও ইতালির শক্তি-সাধনার উল্লেখ করেছেন। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, যন্ত্রের সাহায্যে মানুষ তার কর্মশক্তিকে বাড়ায়, ধন উৎপাদনের জন্য তাই বিজ্ঞান তথা যন্ত্রের সাহায্য নিতেই হবে। কিন্তু ''শক্তির উপায় ও উপকরণগুলিকে যখন বিশেষ একজন বা একদল মানুষ কোনো সুযোগে নিজের হাতে নেয়, তখনই বাকী লোকদের মুশকিল ঘটে। ন্যূনাংশিক বৃহদাংশিককে শোষণ করে বড়ো হতে চায়; তাতে ক্ষুদ্র-বিশিষ্টের স্ফীতি ঘটে, বৃহৎ-সাধারণের পোষণ ঘটে না। এতে করে অসামাজিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বেড়ে উঠতে থাকে।'' (র.র. ১৩/৪২৯) এরই ফল 'ধন ও দৈন্যের দ্বন্দ্ব' (র.র. ১৩/৪২০), 'কর্মিক ও ধনিকে বিরোধ' (র.র. ১৩/৪৩১)

সভ্যতার এই শোষণজীবী চরিত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি অত্যন্ত স্পষ্ট। তাঁর কথায়, ''ধনের ধর্মই অসাম্য।... ধন জিনিসটাকে পাঁচজনের কাছ হইতে শোষণ করিয়া লইয়া পাঁচজনের হাত হইতে তাহাকে রক্ষা না করিলে সে টেকে না। এইজন্য ধনকামী নিজের গরজে দারিদ্র্য সৃষ্টি করিয়া থাকে।'' (র.র. ১৩/২২৫) ''ইংরেজিতে যাকে বলে এক্সপ্লইটেশন, অর্থাৎ শোষণনীতি, বর্তমান সভ্যতার নীতিই তাই।'' (র.র. ১৩/৪২৯) এখনকার সমস্ত সভ্যতাই ধনের পরাশিত (Parasite)। তাই শুধু ধনের অর্জন নয় ধনের পূজা প্রবল হয়ে উঠেছে। (র.র. ১৩/৪২৯) ধারা ধন অর্জন করেছে এবং যারা অর্জনের বাহন তাদের মধ্যে কোনোমতেই বিরোধ মিটছে না। (র.র. ১৩/৪৩০)

১৯১৪ সালেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে রচিত 'লোকহিত' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ধনিক সভ্যতাকে 'বৈশ্যরাজকতন্ত্র' আখ্যা দিয়ে লিখেছিলেন, ''শক্তির ধারাটা এখন ক্ষত্রিয়কে ছাড়িয়া বৈশ্যের কূলে বহিতেছে। মানুষকে লইয়া তাহারা আপনার ব্যবসায়ের যন্ত্র বানাইতেছে। মানুষের পেটের জ্বালাই তাহাদের কলমের স্টীম উৎপন্ন করে। ...এখন বৈশ্য মহাজনদের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ যান্ত্রিক। কর্মপ্রণালী নামক প্রকাণ্ড একটি যাঁতা মানুষের আর সমস্ত গুড়া করিয়া দিয়া কেবল মজুরটুকু মাত্র বাকি রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। ...ও দেশের শ্রমজীবী মানুষের দল যতই গুমরিয়া গুমরিয়া উঠিতেছে ততই তাহাদিগকে ক্ষুধার অন্ন না দিয়া ঘুম পাড়াইবার গান গাওয়া হইতেছে; তাহাদিগকে অল্প-সল্প এটা-ওটা দিয়া কোনমতে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা।'' (র.র. ১৩/২২৫) ভারতীয় বাগ্‌ধারায় পাশ্চাত্য ধনবাদের মূল বৈশিষ্ট্য—তার শ্রেণিভিত্তি ও শ্রেণিদ্বন্দ্ব, তার শ্রম-শোষণ ও প্রতারণা এবং অমানবিক অসাম্য এই উক্তিটির মধ্যে ধরা পড়েছে।

ধনবাদী শোষণের অর্থনৈতিক চরিত্রটিও রবীন্দ্রদৃষ্টিতে সঠিকভাবেই ধরা পড়েছে। তাঁর কথায়, মূলধন মানেই হচ্ছে বহু লোকের কর্মশ্রম টাকার মধ্যে রূপক মূর্তি নিয়ে আছে। বহুলোকের 'কর্মশক্তি'কে নিজের হাতে সংগ্রহ করে নিতে পেরেছে বলেই ধনবানের প্রভাব। একেই ইংরেজিতে বলে এক্সপ্লইটেশন, অর্থাৎ শোষণনীতি। 'কর্মশক্তি' শব্দটির প্রয়োগ এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কেননা মূলধনের মধ্যে যে শ্রমের পুঞ্জীভবন ঘটে তা শ্রমিকের নির্দিষ্ট পরিমাণ কিছু শ্রম শোষণ করে সম্ভব নয়, তা পূর্ণ শ্রমশক্তির যৎপরোনাস্তি শোষণের মাধ্যমেই সম্ভব। (র.র. ১৩/৪৩৩) শ্রম ও শ্রমশক্তি তথা 'কর্মশক্তি'র মধ্যে রবীন্দ্রনাথর এই পৃথকীকরণ মার্কসীয় বিশ্লেষণকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। পণ্য-উৎপাদন (commodity production) প্রক্রিয়ায় কারখানার মালিক যে শুধু শ্রমিকের শ্রম (labour) নয়, তার শ্রমশক্তি (labour power) শোষণ করে এবং তজ্জাত উদ্বৃত্ত মূল্য (surplus value) দিয়ে মূলধন (capital) সৃষ্টি করে সে-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি এখানে স্পষ্ট।

ধনবাদী আর্থব্যবস্থা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার উপর কী বিরূপ প্রভাব ফেলে তা ব্যাখ্যা করেও রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : আমেরিকা যুক্তরাজ্য এই ডিমোক্রেসির বড়াই করে। ''কিন্তু যেখানে মূলধন ও মজুরির মধ্যে অত্যন্ত ভেদ আছে সেখানে ডিমোক্রেসি পদে পদে প্রতিহত হতে বাধ্য। ...টাকার জোরে সেখানে লোকমত তৈরি হয়, টাকার দৌরাত্ম্যে সেখানে ধনীর স্বার্থের সর্বপ্রকার প্রতিকূলতা দলিত হয়। একে জনসাধারণের স্বায়ত্তশাসন বলা চলে না।'' (র.র ১৩/৪২১) ধনবাদী বিকাশের একটি পর্যায়ে বাণিজ্য সম্প্রসারণের অনিবার্য তাগিদে ধনবাদ কীভাবে সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয় এবং বিশ্বকে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেবার জন্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, এই প্রবন্ধে একজন প্রকৃত সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টি নিয়ে তিনি তা লক্ষ্য করেছেন। ভোজসভায় দেরিতে উপস্থিত হওয়া জার্মানির অন্যের পাত কেড়ে খাওয়ার রূপকল্পে দেরিতে সাম্রাজ্যবাদে উত্তীর্ণ জর্মানির আত্মবিস্তারের ক্ষুধাকেই চিহ্নিত করে তিনি বলেন, ''কিন্তু জর্মন পণ্ডিত যে তত্ত্ব আজ প্রচার করিতেছে এবং যে তত্ত্ব আজ মদের মতো জর্মনিকে অন্যায় যুদ্ধে মাতাল করিয়া তুলিল, সে তত্ত্বের উৎপত্তি তো জর্মন পণ্ডিতের মগজের মধ্যে নহে, বর্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের মধ্যে।''

সোভিয়েত বিপ্লবের ঠিক প্রাক্কালে, ১৯১৭ সালের আগস্ট মাসে শ্রমজীবী বিদ্যালয়ের উদ্বোধনী ভাষণে রবীন্দ্রনাথ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ধনী-দরিদ্রের ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের উল্লেখ করে বলেছেন, 'বৈষম্য হইতেই বিপ্লবের সৃষ্টি।' শ্রেণিসংগ্রামের কথাই যেন আভাষিত হয় ১৯১৯ সালে শান্তিনিকেতনে তাঁর ৭ই পৌষের ভাষণে : ''ধনিকের স্বার্থজাল আজ সমস্ত জগতকে বেষ্টন করেছে। এই স্বার্থ যতই প্রবল হয়ে উঠছে এই স্বার্থের সংঘাতও ততই ভয়ংকর হয়েছে। ...বাঁধ ভাঙবেই; সে বাঁধ আরো বড়ো করে বাঁধতে গেলে আরো বড়ো রকমের প্রলয়ের মধ্যে ভাঙবে।'' (মুখোপাধ্যায়, ৩/৩৭-৩৮)

'লড়াইয়ের মূল' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, ''ইহার পর আর একটি লড়াই সামনে রহিল, সে বৈশ্যে শূদ্রে, মহাজনে মজুরে—কিছুদিন হইতে তার আয়োজন চলিতেছে। সেইটে চুকিলেই বর্তমান মনুর পালা শেষ হইয়া নূতন মন্বন্তর পড়িবে।'' (র. র. ১৩/২৩০) অর্থাৎ ধনতন্ত্র উত্তীর্ণ হবে এমন এক ব্যবস্থায় যেখানে শুদ্র তথা মজুরের স্বার্থ সুরক্ষিত হবে। একে সমাজতন্ত্র হিসাবে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেননি। তিনি রাজনৈতিক তত্ত্বপ্রণেতা ছিলেন না, সমসাময়িক বিশ্বের ঘটনাবলীর মধ্যে যে প্রবণতা তাঁর অন্তর্দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল ভারতীয় বাগ্‌ধারায় তাকেই তিনি প্রকাশ করেছেন। তবে ধনবাদের নিখুঁত আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাথ নিঃসংশয় হন যে আজকের দিনের সাধনায় ধনীরা প্রধান নয়, নির্ধনেরাই প্রধান। আজ নির্ধনকেই বললাভ করে তার প্রতিকার করতে হবে। (র.র. ১৩/৪৩৩)

ভবিষ্যতের ইতিহাস যে রচনা করবে শ্রমজীবী মানুষই, রাশিয়া-দর্শনে ঋদ্ধ রবীন্দ্রনাথের এই প্রত্যয়ের এক প্রতীকী উপস্থাপনা আমরা পাই ১৯৩২-৩৩ সালে রচিত 'রথের রশি' নাটকে, যেখানে শূদ্ররা এসে রশিতে টান দিতেই অনড় মহাকালের রথ বিপুল বেগে চলতে শুরু

—এরপর চারের পাতায়

কিছু কথা : স্পেন ও রবীন্দ্রনাথ

শুভেন্দু চ্যাটার্জী

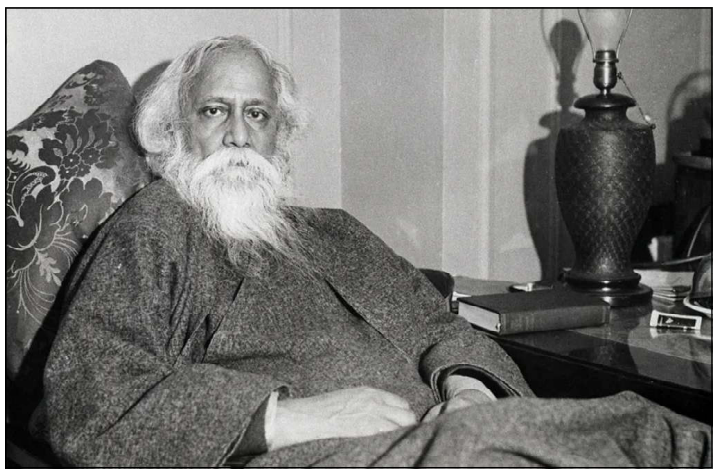

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃজনশীল কার্যকলাপ সারা পৃথিবীতেই সমাদৃত। পৃথিবীর প্রায় সবকটি দেশেই সেখানকার ভাষায় রবীন্দ্র সাহিত্য অনূদিত হয়ে, পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তের মানুষের কাছেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আপনজন হয়ে গেছেন। আমরা এখানে আলোচনা করব ইউরোপের একটি দেশ স্পেনে কিভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরিচিত হলেন এবং স্পেনের কবিতাকে তিনি কিভাবে প্রভাবিত করে আধুনিকতায় উত্তোরিত করলেন। সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যের অনুবাদ স্প্যানিশ ভাষায় যিনি করেছিলেন তার নাম কবি হুয়ান রামোন। এবং এই অনুবাদের কাজে তাঁকে সব থেকে যিনি সাহায্য করেছিলেন তিনি তাঁর পত্নী সেনোবিয়া কামপ্রুবি। সেনোবিয়া স্প্যানিশ এবং ইংরেজি দুটো ভাষায় সমান দক্ষ ছিলেন। ইংরেজি থেকে স্প্যানিশে তাঁরা রবীন্দ্রকাব্য অনুবাদ করেন। স্বামী ও পত্নী দুজন মিলে রবীন্দ্রনাথের কবিতা, নাটক, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ সব মিলিয়ে ২৫টি অনুবাদ গ্রন্থ তৈরি করেন। অনুবাদ গ্রন্থগুলি সবই প্রকাশিত হয়েছিল সেনোবিয়ার নামে। হুয়ান রামোন ছিলেন আধুনিক স্পেনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। ১৯৫৬ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পান।

তবে রবীন্দ্রনাথ স্পেনে কখনই অপরিচিত ছিলেন না। ১৯১৩ সালে যখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল প্রাইজ পান, তখন অনেকেই ভাবছিলেন এই বছরে স্প্যানিশ ঔপন্যাসিক বেনিতো পেরেস গালদস নোবেল পাবেন। কিন্তু কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন নোবেল পুরস্কার পেলেন স্পেনের সমস্ত পত্রিকায় তার বিবরণ বেরিয়েছিল। ১৯১৩ সালের শেষে স্পেনে 'লা ত্রিবুনা' পত্রিকায় সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়। এবং রবীন্দ্রনাথ এই রচনার মধ্য দিয়ে স্প্যানিশভাষী জগতে সর্বপ্রথম যথার্থ রূপে উপস্থিত হলেন। তিন মাসের মধ্যেই এই পত্রিকার প্রথম মুদ্রণ নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। ফলে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কতটা পাঠক মহলে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছিলেন।

এখন যে কথাটা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে তা হলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোনদিন কি স্পেনে এসেছিলেন? ১৯২১ এর এপ্রিল মাসের গোড়ায় হঠাৎ মাদ্রিদের একটি কাগজে প্রকাশিত হলো স্পেনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আসছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৮ সালে সেনোবিয়াকে একটি পত্র লিখে জানান, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরেই তিনি স্পেনে যেতে পারেন। সেনোবিয়া তারপর থেকে যতবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে চিঠি দিয়েছেন একই কথা প্রকাশ করেছেন যে তিনি স্পেনে যেন আসেন। সেনোবিয়ার আকুল আকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্রনাথকে তিনি দেখবেন। স্প্যানিশ ভাষায় 'ডাকঘর' মঞ্চায়নের জন্য যখন প্রস্তুত হচ্ছেন তখন সেনোবিয়া পত্রে লেখেন "যদি আমরা খবর পাই যে আপনি নিশ্চিত আসছেন তাহলে নাটকের মঞ্চায়ন পেছিয়ে দেব।" এই চিঠির কোন উত্তর না পেয়ে সেনোবিয়া বলেন "এক সময় আপনি বলেছিলেন যুদ্ধের পর আসবেন। তাহলে আপনি কি স্পেনে আসছেন?" এরপর ১৯২১ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্রনাথ টেলিগ্রাম করে রামোনকে জানান "২৩ শে মার্চ 'বাগ্রা' জাহাজে লিসবন পৌঁছাব এবং মাদ্রিদ যাব" চিঠি পেয়ে রামোন ও তার পত্নী খুবই খুশি হন। তাঁরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্য খুশিতে সবচেয়ে ভালো হোটেল ব্যবস্থা করেন। এবং 'বিসর্জন' নাটকটি তাঁরা প্রস্তুত করছেন কবিগুরুর সামনে মঞ্চস্থ করবেন বলে। ওই বছরে এপ্রিলের গোড়ায় ডাকঘর ও রাজারানী অভিনীত হলো। খবরের কাগজে রবীন্দ্রনাথের আসার সংবাদ ঘোষিত হল। কারণ রামোন ভেবেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ইউরোপে যাত্রাকালের বেশি দেরি না করে মাদ্রিদে চলে আসবেন। ২১ এপ্রিল রবীন্দ্রনাথ জানান তিনি প্যারিস থেকে মাদ্রিদে যাবেন। অর্থাৎ ২৮ এপ্রিলের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ স্পেনে পৌঁছে যাবেন। এই উপলক্ষ্যে সেখানে এক বিরাট উৎসবের আয়োজন করা হয়। ঠিক হয় হুয়ান রামোন নিজের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে বাংলা কবিতা পাঠ করবেন তিনি তার স্প্যানিশ অনুবাদ করবেন। এবং 'মাসি' গল্পটির স্প্যানিশ অনুবাদ পাঠ হবে। 'বিসর্জন' নাটকটি অভিনীত হবে। কিন্তু ২৩ এপ্রিল টেলিগ্রাম আসে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে যে তিনি যেতে পারছেন না। রবীন্দ্রনাথের আর স্পেনে যাওয়া হলো না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জেনেছিলেন কিনা জানি না স্পেনের আরেকটি নারী সেনোবিয়া তাঁকে আপন করে নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেনোবিয়াকে নিয়ে একটি কবিতা লিখেছিলেন।

দূরে চেয়ে থাকি একা/
মনে করি যদি কভু পাই তার দেখা।

আরো পাঁচ বছর পরে রবীন্দ্রনাথ সেনোবিয়াকে শান্তিনিকেতন থেকে বাইশে ডিসেম্বর১৯২৯ সালে একটি শুভেচ্ছা পত্র লিখেছিলেন।

My salutation is to him/
Who knows me imperfect and loves me.

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সেনোবিয়া পত্র মারফত জানান স্পেনে পাঠক পাঠিকার কাছে সবচেয়ে প্রিয় হল 'দি ক্রিসেন্ট মুন' আর ডাকঘর।

স্পেনের কবিতার ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ গভীর প্রভাব বিস্তার করেন। গারফিয়াস বলেছেন "স্পেনে রবীন্দ্রনাথ খুলে দিয়েছেন কবিতার এক নতুন জগৎ। রবীন্দ্রনাথ এলেন আকাশ আর মেঘ আর রোদ নিয়ে, আধফোঁটা ফুল আর ঘুমন্ত শিশু আর চাঁদ নিয়ে, রবীন্দ্রনাথের কবিতা আমাদের সামনে খুলে দিল এক নতুন কবিতার সম্ভাবনা। আলোকিত প্রান্তরের সুঘ্রাণ, চমক জাগিয়ে দেওয়া এক জগত, নির্জনতার মাধুর্য ঈশ্বরের সাথে কথা বলা। স্প্যানিশ কবিতার অনুর্বরা চুনভরা মাটির মধ্যে এলো এক কবিতা যা আমাদের আলোড়িত করে প্রসন্ন করে।" তিনি আরো বলেছেন "রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে কবিতার শিক্ষা নিয়েছেন হুয়ান রামোন, আর তাঁর কাছ থেকে স্পেনের পরবর্তী প্রজন্মের বহু কবি, স্বাদু রস গ্রহণ করলেন।" আসলে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আধুনিক স্প্যানিশ কবিতার ইতিহাসের ধারা পরিবর্তনে সাহায্য করেছিল। হুয়ান রামোন ও তার পত্নী রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বইয়ের অনুবাদ করতে গিয়ে ভূমিকা হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে নয়টি কবিতা লিখেছিলেন।। আর রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর ১৯৪৯ সালের রামোন 'রবীন্দ্রনাথের ভস্ম' নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন।

কবিগুরুর 'বিসর্জন' নাটকের প্রধান উপজীব্য বিষয়

শিবশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

এই নাটকের রানী গুণবতী সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষায় রাজ পুরোহিত রঘুবীর-এর বিধান মেনে গৃহ দেবতার কাছে মানত করলেন এই বলে—

"করিনু মানত, মা যদি সন্তান দেন/বর্ষে বর্ষে দিব তাঁরে একশ মহিষ,
তিন শত ছাগ।"

এই মানতকে কেন্দ্র করে নানা সংঘাত নাটকের প্রধান উপজীব্য বিষয়।

মন্দিরের অনুচরগণ রাজ্যে ছাগ ও মহিষ সংগ্রহে বেরিয়ে এক ভিখারী বালিকা অপর্ণার স্নেহের পুত্তলি ছাগ শিশুকে জোর করে কেড়ে নিয়ে আসায় সে রাজা গোবিন্দমাণিক্যের কাছে নালিশ জানিয়ে তার প্রিয় ছাগশিশুর প্রাণ ভিক্ষা করে। রাজা বালিকার কাতর আবেদনে অনুভব করতে পারেন পুত্রসহ প্রিয়জনের বিয়োগ-ব্যথা। তিনি মন্দিরে পশুবলি বন্ধ করতে নির্দেশ দিলেন।

রাজপুরোহিত রঘুপতি এই নির্দেশে অবাক হয়ে বলেন—

এ কি স্বপ্নে শুনি?

রাজা তার উত্তরে বলেন—

"স্বপ্ন নহে প্রভু। এতদিন স্বপ্নে ছিনু, / আজ জাগরণ। বালিকার মূর্তিধরে/ স্বয়ং জননী মোরে বলে গিয়েছেন / রাজরক্ত সহে না তাঁহার।"

প্রত্যুত্তরে রঘুপতি বলেন—

এতদিন
সহিল কি করে? সহস্র বৎসর ধরে
রক্ত করেছেন পান, আজি এ অরুচি!"

গোবিন্দমানিক্য তার উত্তরে বলেন—

"করেন নি পান। মুখ ফিরাতেন দেবী / করিতে শোণিত পান তোমরা যখন।"

রঘুপতি শাস্ত্রে বিধানের প্রশ্ন তুললে, রাজা বলেন, শাস্ত্র বিধানের থেকে তাঁর কাছে জীবনপ্রেমই বড়, যা দেবীর আদেশ। তিনি এও জানালেন—

"দেবী আজ্ঞা নিত্যকাল ধ্বনিছে জগতে / সেই তো বধিরতম যে জন সে বাণী শুনেও শোনে না।"

রাজা এও প্রচার করতে বলেন যে,

"পূজায় জীব বলি দিলে তার দণ্ড হবে রাজ্য থেকে নির্বাসন।"

তখন রঘুপতি ধর্মবোধের প্রচলিত সংস্কারে অন্ধ হয়ে রাজার বিরুদ্ধে নানা চক্রান্তে লিপ্ত হলেন। তিনি সেনাপতি নয়ন রায়কে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত করেন।

দৈব স্বপ্নের মিথ্যা কথা বলে যুবরাজ নক্ষত্র রায়কে রাজ সিংহাসনের লোভ দেখিয়ে ভ্রাতৃহত্যায় প্ররোচনা দেন। দেবীর মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে দিয়ে সাধারণ মানুষের ধর্মবিশ্বাসের উপর আঘাত করার অপচেষ্টা চালান।

রাজপুরোহিত রঘুবীরের একান্ত অনুগত তাঁর পালিত পুত্র জয়সিংহ। এইসব অপচেষ্টা জানতে পেরে তার মনে ধর্মীয় সংস্কার সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলে রঘুপতি তাকেও বোঝাতে চেয়েছেন যে—হিংসাই প্রকৃতির নিয়ম।

"কে বলিল হত্যাকাণ্ড পাপ / এ জগৎ মহা হত্যাশালা।"

রঘুপতির প্রতি ভক্তি এবং সেই সঙ্গে চিরাচরিত বলিপ্রথায় রক্তপাত দেখতে অভ্যস্ত জয়সিংহ প্রথম দিকে রঘুপতিকে সমর্থন করলেও অপর্ণার পুত্রসহ ছাগশিশুর জন্য কান্না এবং রাজা গোবিন্দমানিক্যের জীবনপ্রেমী ধর্মবোধ তার মনে সংশয় সৃষ্টি করে। সেই কারণে রঘুপতির চক্রান্ত বুঝতে পেরে জয়সিংহ রাজরক্ত এনে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যথাসময়ে দেবালয়ে উপস্থিত হয়ে খেদের সঙ্গে দেবীর উদ্দেশে (আসলে প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে) বলেন—

"নিজে আমি করি নিবেদন
রাজরক্ত চাই তোর,
দয়াময়ী, জগৎপালিনী মাতা?
নহিলে কিছুতে তোর মিটিবে না
তৃষা? আমি রাজপুত, পূর্ব পিতামহ
ছিল রাজা, এখনও রাজত্ব করে মোর
মাতামহ-বংশ—রাজরক্ত আছে দেহে
এই রক্ত দিব। এই যেন শেষ রক্ত
হয় মাতা, এই রক্তে শেষ মিটে যেন
অনন্ত পিপাসা তোর রক্ততৃষ্ণাতুর।

এই বলে নিজের বুকে ছুরি বিঁধে আত্মাহুতি দিয়ে এই বিধানের প্রতিবাদ করলেন।

জয়সিংহের আত্মাহুতিতে রঘুপতির সমস্ত মিথ্যা ধর্মবোধ, অন্ধ সংস্কার ও অহংকার তার পুত্রস্নেহের কাছে নতিস্বীকার করল। নিকটজনের প্রতি ভালোবাসা যে অনেক বেশি সত্য, প্রথাবদ্ধ ধর্মের চেয়ে মানুষকে ভালোবাসার মন্ত্র 'মানবধর্ম' যে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য তা রঘুপতি বুঝতে পারলেন।

রঘুপতি প্রিয়জনকে মর্মান্তিকভাবে হারিয়ে অনুভব করলেন যে, প্রাণের মূল্য কত বেশি, তাকে আঘাত করলে তা কত বেদনার।

এই বাস্তব অনুভূতির মধ্য দিয়ে তিনি বুঝতে পারলেন যে হিংসার মধ্য দিয়ে সত্যিকারের ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। শেষ পর্যন্ত রঘুপতি স্বীকার করেন যে,

"এই শেষ পুণ্যরক্ত এ পাপ মন্দিরে। / জয়সিংহ নিবায়েছে নিজরক্ত দিয়ে
হিংসারক্ত শিখা।"

প্রেমই যে ধর্মের প্রধান বিষয় হিংসা নয়, রবীন্দ্রনাথের এই মহৎ চেতনাই 'বিসর্জন' নাটকের প্রধান উপজীব্য বিষয়।

আমাদের দেশে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে আসাম, উড়িষ্যা, ত্রিপুরা এবং আমাদের প্রতিবেশী দেশ নেপালেও এই বলিপ্রথা চালু ছিল। বর্তমানে এই প্রথার বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করে এবং সরকারি আইন করে পশুবলি প্রথা রদ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চল ছাড়া এত ব্যাপক পশুবলি অন্য কোথাও হয় না। বর্তমানে অন্যান্য জেলায় এই প্রথা তুলে দিয়ে বিকল্প বলির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বা হচ্ছে।

নেপালের সবচেয়ে বড় 'গাধিমাই' উৎসবে প্রচুর পশুবলি হতো। ২০১৫ সালে নেপাল সরকার এই উৎসবে পশুবলি নিষিদ্ধ করেছে। আমাদের দেশেও বর্তমানে প্রকাশ্য স্থানে পশুবলি আইনত নিষিদ্ধ। বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা মন্দিরে দুর্গাপূজায় পশুবলি বন্ধ করা হয়েছে প্রশাসনিক উদ্যোগে।

আমাদেরও যুক্তিবাদী মন নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিসর্জন' নাটকের প্রধান উপজীব্য বিষয় হিংসা নয় প্রেমই আসল ধর্ম, এই মহৎ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে হবে।

বই প্রকাশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১০ মে :আড়রা রেইনবো ট্রাস্টের সহযোগিতায় আড়রা শিবতলা দুর্গা মন্দির সংলগ্ন সাংস্কৃতিক মঞ্চে কবিপক্ষে প্রকাশিত হলো যযাতি দেবলের নতুন কবিতার বই "জল রঙে লেখা"। স্বাগত জানান গণ আন্দোলনের নেতা অশোক চট্টরাজ। মনোজ্ঞ আলোচনা করেন অধ্যাপক ড.সন্তোষ বিশ্বাস ও কবি সমরেশ মণ্ডল। উপস্থিত ছিলেন কবি সুকমল ঘোষ, সৌম্য দত্ত, অলকিকা চক্রবর্তী ও আরো অনেক বিশিষ্টজন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন কবি কাকলি গুহ রক্ষিত।

ধর্মঘটের প্রচার সর্বস্তরে

—প্রথম পাতার পর

প্রস্তাব পেশ করেন জেলা শ্রমিক নেতা মহম্মদ শাহ। দাবিগুলির সমর্থনে বক্তব্য রাখেন সারা ভারত কৃষক সভার পূর্ব বর্ধমান জেলা সভাপতি শুকুল সিকদার, জয়দীপ ভট্টাচার্য, পীযূষ চ্যাটার্জী প্রমুখ। কনভেনশন পরিচালনা করেন উদয় গোস্বামী।

ধর্মঘট সফল করতে সিপিআই(এম)-এর পূর্বস্থলী-২ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পারুলিয়াতে অনুষ্ঠিত সভায় ধর্মঘট সফল করার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সিপিআই(এম) পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুদীপ্ত বাগচী, ফখরুদ্দিন মণ্ডল, পাঁচুগোপাল ঘোষ, বিন কাশিম শেখ প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন শ্রমিক নেতা দয়াল ঘোষ। ধর্মঘটকে সফল করতে পোস্টারিং ও প্রচার চলছে জেলা জুড়ে।

—প্রথম পাতার পর

রেলযাত্রীদের জন্য দাবি পেশ

বাড়াতে হবে, করোনার সময় বন্ধ থাকা মালদা প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি আবার চালু করতে হবে, বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপেজ, শস্য গোলা বর্ধমানের জন্য মিনি রেক পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।এর ফলে শুধু রেলওয়ের রাজস্বই বাড়বে না, রাইস মিল শিল্পের বিকাশও ঘটবে।

বসুন্ধরা দিবস ও আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবস পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ৬ মে : পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ ডাঃ কাদম্বিনী বিজ্ঞান কেন্দ্রর অন্তর্গত প্রকৃতি বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য বিজ্ঞান সভার উদ্যোগে বসুন্ধরা দিবস ও আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবস উপলক্ষে পরিবেশ আন্দোলনকে সাধারণ মানুষের আন্দোলনে পরিণত করার আহ্বান জানিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন পঃবঃবিজ্ঞান মঞ্চের রাজ্য নেতৃত্ব রামপ্রণয় গাঙ্গুলী, কেন্দ্রের সম্পাদক কে এফ আর সিদ্ধিকী ও সভার সভাপতি সুনীল চক্রবর্তী। কিশোর বাহিনীর মিত্রমেলা শাখা পথনাটিকা 'সুন্দর পৃথিবীর জন্য' মঞ্চস্থ করেন। তাছাড়া পলাশডিহা কিশোর বাহিনী ও রাজা রাম মোহন বিজ্ঞান সভার কয়েকজন পরিবেশ বাঁচাতে গান ও আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করে শতাধিক দর্শক ও পথচলতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জীবনের প্রতীক রূপে পাঁচটি শিশু বৃক্ষ উপস্থিত পাঁচজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে দেয়া হয়।

রেলের নিরাপত্তায় বাড়তি নজরদারি

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ৯ মে : যুদ্ধের আবহে দেশের একাধিক বিমান বন্দরে যাত্রী সুরক্ষার্থে বন্ধ উড়ান পরিষেবা। ফলে দূর গন্তব্যে পৌঁছাতে সড়ক ও রেলপথই একমাত্র ভরসা। রেলের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে রেল সুরক্ষা বাহিনী রীতিমত তৎপর হয়েছে। এমনি ছবি দেখা গেলো বর্ধমান-হাওড়া মেইন ও কর্ড শাখার একাধিক স্টেশনে। এদিন শক্তিগড় আরপিএফ এর তরফে চলে চেকিং। স্টেশনের প্লাটফর্ম ও ট্রেনের পাশাপাশি রেলের ট্রাকেও রীতিমতো কড়া তল্লাশি চালানো হয়। এই বিষয়ে বর্ধমান স্টেশনের আরপিএফ ইন্সপেক্টর রূপেশ কুমার জানান, শুধুমাত্র আরপিএফ বা জিআরপি নয়, রেলের সুরক্ষার জন্য রেলের হকার, স্টেশনের চুক্তিভিত্তিক কর্মী, সকলকেই রেলের পক্ষ থেকে সজাগ করা হয়েছে।

আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবনা

—দুয়ের পাতার পর

করে। শূদ্রদলপতি সোচ্চারে জানায়, 'আমরাই তো জোগাই অন্ন, তাই তোমরা বাঁচ— আমরাই বুনি বস্ত্র, তাই তোমাদের লজ্জারক্ষা।' মন্ত্রীর বোধোদয় হয়, সে বলে, ''নিচের তলাটা হঠাৎ উপরের তলা হয়ে ওঠাকেই বলে প্রলয়, বরাবর যা প্রচ্ছন্ন তাই প্রকাশ হবার সময়টাই যুগান্তর।'' সেই যুগান্তরের শরিক হতে সে-ও ছোটে শূদ্রদের সঙ্গে রশি ধরতে। কবি চরিত্রের কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ নিজেই যেন বলে ওঠেন : ''যুগাবসানে লাগেই তো আগুন। যা ছাই হবার তা ছাই হয়, যা টিকে যায় তাই নিয়ে সৃষ্টি হয় নবযুগের।''

১৯৩৫-এর ৭ মার্চ কবি অমিয় চক্রবর্তীর কাছে লেখা তাঁর চিঠিতে : ''সভাতার...ভিত্তি বদলের প্রয়স দেখেছিলুম রাশিয়ায় গিয়ে। ...নানা ত্রুটি সত্ত্বেও মানবের নবযুগের রূপ ঐ তপোভূমিতে দেখে আমি আনন্দিত ও আশান্বিত হয়েছিলুম। মানুষের ইতিহাসে আর কোথাও আনন্দ ও আশার স্থায়ী কারণ দেখিনি। জানি প্রকাণ্ড একটা বিপ্লবের উপরে রাশিয়া এই নবযুগের প্রতিষ্ঠা করেছে কিন্তু এই বিপ্লব মানুষের সবচেয়ে নিষ্ঠুর ও প্রবল রিপুর বিরুদ্ধে বিপ্লব—এ বিপ্লব অনেকদিনের পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান।'' রাশিয়া ভ্রমণের পর তাঁর অভিমত জানতে চেয়ে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের এক টেলিগ্রামের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন, ''Your success is due to turning the tide of wealth from the individual to collective humanity.'' (মুখোপাধ্যায়, ৩/৪১৭) ১৯৩৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি ইংলন্ডের Manchester Guardian পত্রিকায় প্রকাশিত এক পত্রে সাম্রাজ্যবাদকে ধিক্কার দেবার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর সমুচ্চ প্রত্যয় : ''The future lies in our learning to ally ourselves with those human forces in the world, wherever found, which are seeking to end altogether the exploitation of man by man, and of nation by nation.'' রাশিয়ার অভিজ্ঞতা, তার নেতিবাচক দিকগুলি সত্ত্বেও, রবীন্দ্রজীবনের শেষ দশকটিকে সত্যিই একটি অন্য মাত্রায় উন্নীত করে। জমিদারির উপর আর ভরসা রাখা চলবে না, একথা নির্দ্বিধায় উল্লেখ করে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে এক চিঠিতে (৩১ অক্টোবর, ১৯৩০) তিনি বললেন, ''ও জিনিসটার উপর অনেককাল থেকেই আমার মনে মনে ধিক্কার ছিল, এবার সেটা আরও পাকা হয়েচে।'' ''ক্ষুদ্রতর গণ্ডি থেকে বৃহত্তর গণ্ডিতে পা ফেলে এগিয়ে যাওয়াই রবীন্দ্রজীবনের গতিসূত্র।'' ইন্দিরা দেবীর কাছে নিজের মনটি খুলে ধরে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : চেষ্টা করছি অন্তরের দিকে নূতন পালা আরম্ভ করতে—সেটা উত্তর অয়ন পেরিয়ে উত্তরতর অয়ন। যাদের নিরবচ্ছিন্ন কর্মপ্রবাহ একের পর এক সভ্যতার ভিত্তি রচনা করে চলেছে সভ্যতার সেই পিলসুজ-দের থেকে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি কখনোই সরেনি। ''পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটিরের মধ্যে''—এই সুগভীর প্রত্যয় নিয়েই রবীন্দ্র-জীবনের অবসান ঘটে।

তথ্যসূত্র :

১) রর—পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত (১৩২৮) রবীন্দ্র রচনাবলী এবং পরের সংখ্যাদুটি খণ্ড/পৃষ্ঠা নির্দেশ করছে।

২) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রজীবনী' -র নির্দেশক—মুখোপাধ্যায় খণ্ড/পৃষ্ঠা।

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান

Mob. 9434333820, 7908059947 (Fazlul), 8918256074 (Madhu)
E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

—দুয়ের পাতার পর

ফ্যাসিবাদ-বিরোধী ৮০তম বিজয়বার্ষিকী

প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন)। মজার বিষয় হল, বাংলা ক্যালেন্ডার অনুসারে আজ তাঁর ১৬৫তম জন্মদিবস।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ফ্যাসিবাদ ও যুদ্ধবিরোধী লীগের ভারতীয় কমিটির সভাপতি ছিলেন এবং স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের সময় (১৯৩৬-১৯৩৯) আবেদন করেছিলেন, ''আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদের এই ধ্বংসাত্মক ভূমিকা অবশ্যই পরীক্ষা করা উচিত। স্পেনে এই অমানবিক পুনরাবৃত্তি, অস্পষ্টতার পুনরাবৃত্তি, বর্ণগত কুসংস্কার এবং যুদ্ধের মহিমান্বিতকরণকে চূড়ান্তভাবে প্রতিহত করতে হবে। সভ্যতাকে বর্বরতায় আচ্ছন্ন হওয়ার থেকে রক্ষা করতে হবে।''

এমনকি মৃত্যুশয্যায় (৭ আগস্ট ১৯৪১ সাল তিনি মারা যান) রবীন্দ্রনাথ নাৎসি সামরিক আক্রমণের (২২ জুন, ১৯৪১ সালে শুরু হওয়া) বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ দিনগুলিতে আশা প্রকাশ করেছিলেন, ''তারা পারে, তারা পারে এবং কেবল তারাই পারে... হিটলার এতটাই নির্লজ্জ... রাশিয়ানরা অভূতপূর্ব বীরত্বের প্রদর্শন করছে। যুদ্ধে তারা অসম্ভবকে সম্ভব করছে।''

স্ট্যালিনগ্রাদের মহাযুদ্ধে সোভিয়েতদের অসম্ভব কাজটি করতে দেখার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেঁচে ছিলেন না। হিটলারের কাছে বাকু তেলক্ষেত্রে, এশিয়ায় এবং অবশেষে ভারতে প্রবেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল স্ট্যালিনগ্রাদ।

স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধে (১৭ জুলাই ১৯৪২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩), যাকে ''ইতিহাসের সবচেয়ে ব্যয়বহুল যুদ্ধ বলে মনে করা হয়।'' ধ্বংসস্তূপে পরিণত শহরে প্রায় ১৫ লক্ষ সামরিক ও অসামরিক জার্মান ও রাশিয়ান মৃত্যুবরণ করে। অবশেষে, কয়েক মাস ধরে ঘেরাওয়ের পর, ৯১০০০ জার্মান সৈন্য, যাদের মধ্যে ২২ জন জেনারেল ছিলেন, লাল ফৌজের কাছে আত্মসমর্পণ করে। এটিই যুদ্ধের পরিণতিকে নিশ্চিত করে, ফলস্বরূপ নাৎসি সেনাবাহিনীর পতন শুরু এবং সবশেষে তাদের আত্মসমর্পণ। বিখ্যাত তেলুগু কবি, শ্রীশ্রী 'রাশিয়া' নামক কবিতার মাধ্যমে সোভিয়েত বিজয়কে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনকারী একজন গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন উড়িষ্যার (বর্তমানে ওড়িশা) প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজু পট্টনায়েক। রয়েল ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সের (মিত্রবাহিনীর একটি অংশ) পাইলট হিসেবে, শ্রী পট্টনায়েক অবরুদ্ধ শহর স্ট্যালিনগ্রাদে বেশ কয়েকটি বিমান চালিয়েছিলেন এবং লাল ফৌজকে অনেক রসদ সরবরাহ করেছিলেন। ১৯৯৫ সালে বিজয় দিবসের সুবর্ণ জয়ন্তীতে রাশিয়ান সরকার শ্রী পট্টনায়েককে সম্মানিত করেছিল। ৮০তম বার্ষিকী উদযাপনে, নয়াদিল্লিতে রাশিয়ান দূতাবাসে তাঁর পরিষেবার স্বীকৃতিস্বরূপ একটি ফলক স্থাপন করা হয়েছিল।

আমাদের দুজন অপরিচিত যোদ্ধার কথা উল্লেখ করা উচিত। মহারাষ্ট্রের একজন তরুণ কমিউনিস্ট (সম্ভবত উত্তর কর্ণাটক থেকে, তখন বোম্বে প্রেসিডেন্সির একটি অংশ), গোপাল মুকুন্দ হুদ্দার, ফ্রাঙ্কোর ফ্যাসিস্ট বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রজাতন্ত্রের জন্য স্প্যানিশ গৃহযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। অপরজন, শ্রীমতী নূর ইনায়েত খান (ভারতীয় বংশোদ্ভূত, টিপু সুলতানের উত্তরপুরুষ) ছিলেন ব্রিটিশ বিমান বাহিনীর পাইলট অফিসার; প্যারাট্রুপার হিসেবে কাজ করেছিলেন এবং ফ্রান্সে একটি গুপ্তচর গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, ফরাসি ফ্যাসিবাদ-বিরোধী প্রতিরোধে সহায়তা করেছিলেন (ফ্রান্স ২২ জুন, ১৯৪০ সালে নাৎসি বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল)। ১৯৪৩ সালে তাঁকে বন্দি করে অকথ্য নির্যাতন করা হয়েছিল কিন্তু কোনও গোপন তথ্য তিনি প্রকাশ করেননি। অবশেষে ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪ সালে কুখ্যাত কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

(ইংরাজি থেকে ভাষান্তর : শুভেচ্ছা সেনগুপ্ত)

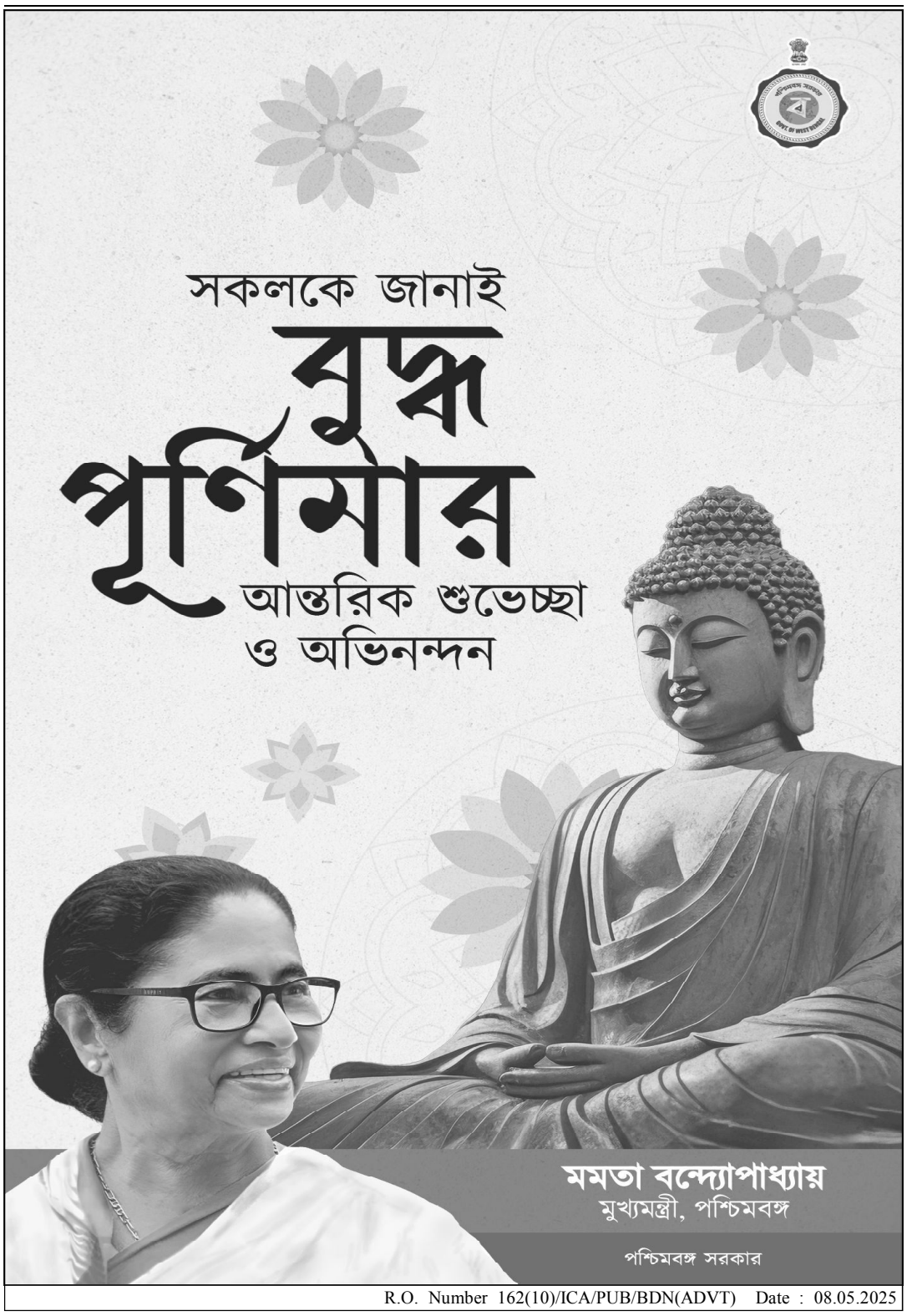

R.O. Number 162(10)/ICA/PUB/BDN(ADVT) Date : 08.05.2025

Editor : Jyotirmay Bhattacharya, Printed & Published by Dinesh Jha on behalf of Natun Chithi Trust from 62 B.C Road, Anita Cinema Lane, Bardhaman-713101, Printed at Sadhana Press 11, J. B. Mitra Road Burdwan-713104, Dist. Purba Bardhaman, Mobile : 9434251586,
Mail : weeklynatunchithi@gmail.com, Price : Rs. 2/-